বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

গাজীপুর।

বিষয়ঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়িতব্য ব্রি'র এডিপিভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব/অনুন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের জানুয়ারি/১৮ মাস পর্যন্ত অগ্রগতির পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িতব্য ব্রি'র উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব/অনুন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের জানুয়ারি/১৮ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ২০/০২/২০১৮ তারিখে ব্রি'র সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবীর। সভায় উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে সন্নিবেশিত হলো।

২. উপস্থাপনঃ

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা জনাব মুঃ মুনিরুল ইসলাম সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।

৩. বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ

গত ২৫/০১/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীতে সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের কারো কোন দ্বিমত/মন্তব্য/সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।

৪. বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

৪.১ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে সাইট ইঞ্জিনিয়ার, কাজের বিস্তারিত বিবরণ, এমবি বা কাজের রেকর্ড/নোট বুক মাঠ পর্যায়ে থাকা নিশ্চিত করা হয়েছে বলে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প এর প্রকল্প পরিচালক ও উপ-প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান। এ প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক মহোদয় প্রধান ও আঞ্চলিক কার্যালয় তথা কেন্দ্র ও মাঠ পর্যায়ের সাথে সমন্বয় বাড়িয়ে নিজেদের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে এনে সকল নির্মাণ কাজ ও পণ্য সংগ্রহ মানসম্পন্নভাবে সমাপ্ত করে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি শতভাগ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন।

৪.২ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক স্থানীয় ধানের জাতসমূহ বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলের বালাম, লক্ষ্মীদীঘা ও অন্যান্য স্থানীয় ধানের জাত যেমন- কৃষ্ণভোগ, রাণী সেলুট, বিরই, টেপি বোরো, রাতা বোরোসহ বিভিন্ন স্থানীয় জাতের গবেষণা নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এ সকল স্থানীয় জাতসমূহের গবেষণা কার্যক্রম চলমান আছে বলে পরিচালক (গবেষণা) সভাকে জানান। এছাড়া সভায় আরও আলোচনা হয় যে, গভীর পানিতে চাষাবাদ উপযোগী ধানের গবেষণা কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ড. এ এস এম মাসুদুজ্জামানকে গোপালগঞ্জ ও বরিশাল অঞ্চলের লক্ষ্মীদীঘা, বাঁশিরাজ এবং সিলেট অঞ্চলের লালমোহন, হবিগঞ্জের দুধলাকি, ফুলকড়ি, টাঙ্গাইলের স্বর্ণদিঘা এবং সিরাজগঞ্জের সড়সড়িয়াসহ অন্যান্য স্থানীয় জাত সংগ্রহ করে পিওর লাইন নির্বাচন করে RYT এবং প্রধান কার্যালয়ের ডিপওয়াটারের জায়গায় ও গবেষণা ফার্মে প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে নতুন জাত উদ্ভাবন ও তা সংরক্ষণ করতে মহাপরিচালক মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। সে প্রেক্ষিতে টাঙ্গাইলের স্বর্ণদিঘা ব্যতীত সকল ধানের বীজ সংগ্রহ করা হয়েছে। এ কাজের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত বিজ্ঞানীকে স্বর্ণদিঘা জাতের বীজ সংগ্রহ করে আগামী মাসের সভায় তা নিশ্চিত করতে আবারও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

৪.৩ প্রধানমন্ত্রীর চাহিদা মোতাবেক ধান চাষের সকল পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতির শতভাগ ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি ও ফলনোত্তর প্রযুক্তি (এফএমপিএইচটি) বিভাগের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্যাদি বিভাগীয় প্রধান ও বিভাগের উপস্থিত কর্মকর্তাগণ সভাকে অবহিত করেন। এ প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক মহোদয় সদ্য উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলোকে বিশেষ ব্যবস্থায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তা নিয়ে অতি দ্রুত মাঠ পর্যায়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেন এবং প্রতি মাসের এডিপি সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়। গত ০১ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ তারিখে ব্রি'র প্রধান কার্যালয় গাজীপুরে সদ্য উদ্ভাবিত রাইস ট্রান্সপ্লান্টার কাম প্রিন্ড ইউরিয়া এপ্লিকেটর এর দ্বারা একত্রে চারা রোপন ও ইউরিয়া প্রয়োগ এর মাঠ প্রর্দশনী ব্রি'র সকল বিভাগীয় প্রধানগণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় বলে এফএমপিএইচটি বিভাগের প্রধান সভাকে জানান। সভায় মাঠ প্রর্দশনীতে প্রাপ্ত বিভিন্ন যৌক্তিক পরামর্শ/ মতামতকে বিবেচনায় নিয়ে কৃষকের জন্য আরও ব্যবহার উপযোগী কৃষি যন্ত্র তৈরী করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া গত বছরের গবেষণা বরাদ্দে প্রস্তুতকৃত হারভেষ্টার ও ম্যানুয়াল রাইস ট্রান্সপ্লান্টার এর অধিকতর উন্নয়নের জন্য গবেষণা অব্যাহত রাখতেও পরামর্শ দেওয়া হয় এবং কৃষি যন্ত্রপাতির শতভাগ ব্যবহারের লক্ষ্যে দেশে উদ্ভাবিত/প্রস্তুতকৃত সহজে ব্যবহার উপোযোগী ছোট/বড় যন্ত্রগুলোকে যেমন ব্রি পাওয়ার উইডারসহ অন্যান্য যন্ত্রকে কৃষকের মাঝে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এফএমপিএইচটি বিভাগকে বিশেষ কার্যক্রম হাতে নেওয়ার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে ভর্তুকিতে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর অনুরোধ করা যেতে পারে। পরিচালক (গবেষণা)'কে বিষয়টি ব্রি'র আগামি বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালায় উপস্থাপন করতে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

৪.৪ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিবালয় অংশে ৪৮২৯-গবেষণা/উদ্ভাবনী ব্যয় খাতে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ৫টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনার অগ্রগতি নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয় এবং শতভাগ বাস্তবায়ন করতে মহাপরিচালক মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেন।

৪.৫ "Transforming Rice Breeding Through Capacity Enhancement of BRRI (TRB-BRRI)" শীর্ষক প্রকল্পটির অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য গঠিত বিভিন্ন কমিটির কার্যপরিধি/ নির্দেশনা মোতাবেক নিয়মিত সভা/ মনিটরিং কাজ পরিচালনা করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া অন্যান্য প্রকল্প/ কাজের জন্য গঠিত বিভিন্ন কমিটিসমূকেও কার্যকরভাবে কাজ করার জন্য মহাপরিচালক মহোদয় সভায় সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন।

৫. ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব/অনুন্নয়ন কর্মসূচি ভিত্তিক গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা ও সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী জানুয়ারি/১৮ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ-

এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পঃ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি'তে ০২টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। মোট এডিপি বরাদ্দ ১০১৯৭.০০ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে জিওবি ৮৯১৫.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১২৮২.০০ লক্ষ টাকা। জানুয়ারি/১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩১১২.৮১ লক্ষ টাকা; যা বরাদ্দের ৩০.৫৩% মাত্র। জিওবি বরাদ্দের ২০.৫৪% (১৮৩১.৩৮ লক্ষ টাকা) এবং প্রকল্প সাহায্য ৯৯.৯৫% (১২৮১.৪৩ লক্ষ টাকা) মাত্র। গত অর্থবছরে জানুয়ারি/১৭ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছিল ২২.১৯% (৮৩৫.৪৯ লক্ষ টাকা)। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২টি প্রকল্পে মোট ৬৬টি দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তার মধ্যে ৬৩টি দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। যানবাহন সংক্রান্ত ৩টি দরপত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি না পাওয়ার কারণে এখনও আহবান করা সম্ভব হয় নাই।

(ক) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে দরপত্র অগ্রগতিঃ

প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	দরপত্র আহবানের লক্ষ্যমাত্রা		দরপত্র আহবান (সংখ্যায়)	কার্যাদেশ প্রদান (সংখ্যায়)
	সংখ্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
উন্নয়ন প্রকল্প				
১. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৬৬টি	৬৪৮০.৩৬	৬৩টি	৬৩টি
২. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের হাইব্রিড ধান গবেষণা দক্ষতা বৃদ্ধি	-	-	-	-
মোট	**৬৬টি**	**৬৪৮০.৩৬**	**৬৩টি**	**৬৩টি**

(খ) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ ও অগ্রগতিঃ

প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	মোট বরাদ্দ (জিওবি) (পিএ)	মোট অর্থ ছাড় (%) জিওবি (%) পিএ (%) জানুয়ারি/১৮ পর্যন্ত)	জানুয়ারি/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	গত বছরের জানুয়ারি/২০১৭ পর্যন্ত সময়ে অগ্রগতি	জানুয়ারি/২০১৮ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি
			মোট ব্যয় (%) জিওবি (%) পিএ (%)	মোট ব্যয় (%) জিওবি (%) পিএ (%)	
১. উন্নয়ন প্রকল্প					
১.১ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৮৫০০.০০ (৮৫০০.০০) (-)	৪২৫০.০০ (৫০.০০) ৪২৫০.০০ (৫০.০০) -	১৭২৩.৯৩ (২০.২৮) ১৭২৩.৯৩ (২০.২৮) -	১৯২.০৫ (৫.০৯) ১৯২.০৫ (৫.০৯) -	৫০%
১.২ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের হাইব্রিড ধান গবেষণা দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প	১৬৯৭.০০ (৪১৫.০০) (১২৮২.০০)	১৩৮৭.৮৮ (৮১.৭৮) ১০৭.৪৫ (২৫.০০) ১২৮০.৪৩ (৯৯.৮৮)	১৩৮৮.৮৮ (৮১.৮৪) ১০৭.৪৫ (২৫.৮৯) ১২৮১.৪৩ (৯৯.৯৫)	- - -	৯৯%
মোট = ২টি প্রকল্প	**১০১৯৭.০০ (৮৯১৫.০০) (১২৮২.০০)**	**৫৬৩৮.৮৮ (৫৫.৩০) ৪৩৫৭.৪৫ (৪৮.৮৮) ১২৮১.৪৩ (৯৯.৯৫)**	**৩১১২.৮১ (৩০.৫৩) ১৮৩১.৩৮ (২০.৫৪) ১২৮১.৪৩ (৯৯.৯৫)**	**৮৩৫.৪৯ (২২.১৯) ৩৭৮.৫২ (১১.৪৪) ৪৫৬.৯৭ (৯৯.৭৮)**	-
২. রাজস্ব বাজেট					
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	১০৬৫৮.৩০ (১০৬৫৮.৩০) (-)	৭৮২৮.৯০ (৭৩.৪৫) ৭৮২৮.৯০ (৭৩.৪৫) (-)	৫১০৭.৯৫ (৪৭.৯২) ৫১০৭.৯৫ (৪৭.৯২) (-)	৫৩৪৩.২৯ (৬০.৪৯) ৫৩৪৩.২৯ (৬০.৪৯) (-)	৫৫%
উপমোট	১০৬৫৮.৩০ (১০৬৫৮.৩০)	৭৮২৮.৯০ (৭৩.৪৫) ৭৮২৮.৯০ (৭৩.৪৫)	৫১০৭.৯৫ (৪৭.৯২) ৫১০৭.৯৫ (৪৭.৯২)	৫৩৪৩.২৯ (৬০.৪৯) ৫৩৪৩.২৯ (৬০.৪৯)	-